জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩১শে ভাদ্র বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 17th Sept. 1958 { ১৮শ সংখ্যা

২৬শে ভাদ্র ১৮৮০ শকাব্দ

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

জহর-নুন
মীমাংসায় জহর ন্যূন

—০—

কথা নাই, বার্ত্তা নাই পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনী সীমান্তে যেখানে সুবিধা পাইয়াছে অজস্র গোলাগুলি চালাইয়া ভারতীয়দের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ভারত সরকারের পক্ষে কখন প্রতিবাদ কখনও জোর প্রতিবাদ, শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় প্রতিবাদ করা হয়।

পাকিস্থানীরা ভারত সরকারকে চেনে যে তাহারা (পাকিস্থানীরা) যাহা বলিয়াছে তাহাই করিয়াছে। তারা জোর গলায় চেঁচাইত—লড়্‌কে লেঙ্গে পাকিস্থান! "দূর হটো! দূর হটো রে কংগ্রেসবালা
পাকিস্থান হামারা হ্যায়!"

কথায় কাজে ঠিক রহিয়াছে। ভারতের কাছে কোন মতলব হাসিল করিবার সময় একসঙ্গে যে কোন রকমে চুক্তি করার ফন্দী ফিকির করিয়া "যেন তেন প্রকারেণ" লাভবান হইবেই।

দিল্লীতে জহর লিয়াকত চুক্তির পর সকলেই দেখিয়াছে যে পাকিস্থান ভারতের কাছে লিয়া কত? আর ভারতকে দিয়া কত!

এই যে গোলা গুলি ছাড়া এর মতলবও সেই রকম। দিল্লীতে ফিরোজ খান নুন সস্ত্রীক আসিয়া আপোস আলোচনা করিয়া বেশ ঠকাইয়া গিয়াছেন। কুচবিহার এলাকায় ছিটমহলগুলি পাকিস্থান পাইবে এই সিদ্ধান্ত জহরলালের সঙ্গে লেখাপড়া হয়েছে।

যে তুকের গ্রাম সামান্য দিন আগে ভারতের ছিল তাহা জবর দখল করিয়া লইয়াছে। কি জানি কি তুক করিয়া জহরলালের তুকের গ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা ভুলাইয়া দিয়াছে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী যেন দেবাদিদেব মহাদেব! নিজের বয়স যে এখন ৬৯ তাও তিনি জানেন না! সাধু! সাধু!! সাধু!!! নিজের বেদখলি স্থানের উল্লেখ করিতে মনে নাই।

লোকসভায় যখন সদস্যগণ সংবিধানের দোহাই দিয়া বলিলেন—পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে প্রধান মন্ত্রী কোন ভূমি অন্যকে ছাড়িয়া দিতে পারেন না, তখন তিনি অবাক হইয়া বলিলেন যদি তা হয় তবে আইন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের কোন দোষ নাই। তিনি তো কিছুদিন আগে গদী ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁহার প্রসাদভোগী ভক্তগণ নাছোড়-বান্দা হয়ে তাঁকে ভক্তির বাঁধনে বেঁধে রেখেছে। মাত্র কয়েকদিন কুলুতে গিয়ে মন স্থির করিয়া পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিতে সুরু করিয়াছেন। এই সব সংবাদ দেশ বিদেশের খবরের কাগজে প্রকাশ হবে আর সে সব দেশের লোক এই নিয়ে হাসাহাসি করবে। যেখানে কুচবিহারের ছিটা মহলে উদ্বাস্তু হিন্দুরা বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সব হিন্দুরা আবার উদ্বাস্তু হইতে বাধ্য হইবে। তা প্রধান মন্ত্রী ভরসা দিয়াছেন, যে যেখানে আছে সে সেখানেই থাকিবে তবে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া থাকিবে। কত সোজা প্রধান মন্ত্রী কি পাকিস্থান সরকারের কর্ম্মপদ্ধতি জানেন না, হায় ভারত মাতা! তোমার অদৃষ্টে এও লিখেছিলেন, দারুণ বিধাতা। নিরাশ্রয়দের জগদীশ্বর রক্ষা কর।

—

উপর্য্যুপরি তিন রাত্রে চুরি

রঘুনাথগঞ্জ সহরের সদর রাস্তার উপরে অবস্থিত শ্রীঅমূল্যকুমার ভদ্রের দোকান হইতে গত ১২ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত্রে প্রায় দুই মণ চাউল চুরি গিয়াছে। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাত্রে সদর রাস্তার উপরে শ্রীকমলাকান্ত সেনের দোকান হইতে প্রায় পৌনে সাত মণ চাউল চুরি গিয়াছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার রাত্রে শ্রীশম্ভুনাথ পণ্ডিত (কুম্ভকার) এর দ্বিতলের ঘর হইতে চাউল, কলাই ও ময়দা চুরি গিয়াছে। আমরা এই বিষয়ে স্থানীয় মহকুমা পুলিশ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—

ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ে দণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর খাদ্যদ্রব্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে নিম্নের ব্যক্তিগণের জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয়ের বিচারে অর্থদণ্ড হইয়াছে।

ভেজাল নারিকেল তৈল :—

শ্রীজয়কালী দাস, জঙ্গিপুর—১২৲

ভেজাল সরিষার তৈল :—

শ্রীপ্রাণগোবিন্দ দে, জঙ্গিপুর—১৫৲

ভেজাল দুগ্ধ :—

শ্রীলোহারাম ঘোষ, আইলেরউপর—১৫৲ ও ১০৲
শ্রীশ্রীচরণ ঘোষ, আইলেরউপর—১২৲
শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ, বালিঘাটা—১০৲
শ্রীদেবীচরণ হীরা, বাহাদিনগর—১০৲

—

রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর রোড মোটর সার্ভিস বন্ধ হইল কেন ?

রঘুনাথগঞ্জ সহর হইতে জঙ্গিপুর রোড রেলষ্টেশনে প্রত্যেক ট্রেণে নিয়মিত মোটর বাস চলাচল করিত। কয়েক মাস হইতে উহা বন্ধ হওয়ায় যাত্রিগণের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। দিন কয়েক হইতে কেবলমাত্র ৯-১১ মিনিটের লাইট ট্রেণের সময় একখানি বাস যাতায়াত করিতেছে। নিয়মিত ভাবে বাস চলাচলের জন্য জঙ্গিপুরের সুযোগ্য মহকুমা শাসক মহোদয়ের ও জেলার আর. টি. এ. কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—

রঘুনাথগঞ্জ-মোড়গ্রাম ষ্টেশন রাস্তায় ট্যাক্সি

প্রায় বৎসরাধিক কাল হইতে রঘুনাথগঞ্জ-মোড়গ্রাম রাস্তায় ট্যাক্সি চলাচল করিতেছে। ট্যাক্সিতে কতজন যাত্রী চাপিবে তাহা সাধারণের জানা নাই। প্রতি ট্যাক্সিতে ১০ জনের কম যাত্রী লয় না। সময় সময় ছাদের উপরও লোক দেখা যায়। এ বিষয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—

সরকারী কর্ম্মচারীদের দাবী সপ্তাহ

পূর্ব্ব হইতেই সরকারী কর্ম্মচারীদের দাবীদাওয়ার প্রচার কার্য্য চলার পর ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দাবী সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে শেষ নিদর্শন স্বরূপ গত ১৩ই সেপ্টেম্বর এক বিরাট প্রকাশ্য শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ শান্তিপূর্ণভাবে বেলা আড়াই ঘটিকার সময় নগর পরিভ্রমণ করিতে থাকে। মহকুমার সদর এলাকায় অবস্থানকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা হিসাবে এটা একটা বিপুল সমাবেশ বলিয়া সাধারণের নিকট প্রতীয়মান হয়। তাহাদের মধ্য হইতে ক্ষোভ সহকারে তাদের দাবীদাওয়ার শ্লোগান আসিতে থাকে। সকলকেই ন্যূনতম দাবী-যুক্ত ব্যাজ ধারণ করিতে দেখা যায়; সমস্ত রাস্তা ভাদ্রের রৌদ্রের প্রচণ্ড তেজ অগ্রাহ্য করিয়াও অতিক্রম করিতে দেখা যায়। সর্ব্বশেষে ফিরিয়া গিয়া ফৌজদারী কোর্টের সন্নিকটে সরাইখানার পার্শ্বস্থ আম্র বাগানে তাহারা একটা সভায় সমবেত হয়; এই সভায় শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার সকলের সম্মতি-ক্রমে সভাপতিত্ব করেন। আকাশে মেঘের ঘনঘটা দৃষ্ট হওয়ায় সভার কার্য্য তাড়াতাড়ি চলিতে থাকে। সভাতে তাহাদের ৬ দফা দাবীর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, এবং দাবী সম্মিলিত একটা স্মারকলিপি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মহাশয়ের নিকট দাখিল করিবার জন্য কর্ম্মচারীদের গণডেপুটেশনে প্রত্যেক অফিসের তরফ হইতে একজন করিয়া কর্ম্মী ঠিক করার প্রস্তাব লওয়া হয়। প্রখর রৌদ্রের পরই আবার প্রচণ্ডভাবে বারিপাত সুরু হয়। দাবীর মীমাংসা ব্যাপারে সরকারের শিথিল মনোভাবের উল্লেখ করিয়া সভা ঘৃণা প্রকাশ করে, বৃষ্টির মধ্যেই ভিজিতে ভিজিতে কর্ম্মচারীগণ শৃঙ্খলা সহকারে মহকুমা শাসক মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া কোর্ট প্রাঙ্গণে গাছতলায় অবস্থান করতঃ মনোনীত কর্ম্মচারীগণ গণডেপুটেশনে যান। সহৃদয় মহকুমা শাসক মহাশয় জিজ্ঞাসা বাদের পর স্মারকলিপি উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন বলিয়া গ্রহণ করেন। এই মহকুমাস্থিত বিভিন্ন সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত একটা যুক্ত সমিতি হইতে শোভাযাত্রা ও সমাবেশ পরিচালনা করা হয়। যোগদানকারী কর্ম্মচারীগণের সংখ্যা ২২৫।২৫০ মধ্যে।

খসড়া ভোটার তালিকা

—০—

আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর ৩০—ফরক্কা, ৩১—সুতী ও ৩২—জঙ্গিপুর কনষ্টিটুয়েন্সীর খসড়া ভোটার তালিকা টাঙ্গান হইবে। ফরক্কা ও সুতীর রিভাইজিং অথরিটি সার্কেল অফিসার (নর্থ) নিমতিতা। ভোটার তালিকা টাঙ্গানর স্থান যথাক্রমে ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যাল অফিস ও সুতী থানা গৃহ। জঙ্গিপুর কনষ্টিটুয়েন্সীর—রিভাইজিং অথরিটি বি. ডি. ও. সাগরদীঘি ও সার্কেল অফিসার (সাউথ) জঙ্গিপুর। ভোটার তালিকা টাঙ্গানর স্থান জঙ্গিপুর মহকুমা অফিস।

সমবায় প্রথায় চাষের জন্য পথদেশক পরিকল্পনা

—০—

১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে সমগ্রদেশে ৩০০০ টি পথদেশক সমবায় খামার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের কৃষি উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৮-৫৯ সালে সমগ্র রাজ্যে সমবায় প্রথায় চাষের জন্য পঁচিশটি পথদেশক পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরিচালন ব্যয় বা কৃষির যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ বার্ষিক ৫০০ টাকা সহায়ক দান, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমূহ কর্ত্তৃক ঋতু অনুক্রমিক শস্য ঋণ ও মধ্যমেয়াদী ঋণ দান, কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দান, পাম্পিংসেট ক্রয়ের জন্য সরকার কর্ত্তৃক ৩০০০ টাকা মূলধনী ঋণ দান এবং গুদাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ বাবদ সরকার কর্ত্তৃক ১০,০০০৲ সহায়ক তথা ঋণ দান ইত্যাদি কয়েকটি সুযোগ সুবিধা এই সকল খামারগুলিকে প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই সকল আর্থিক সাহায্য ছাড়াও সমবায় খামারগুলি সরকারী বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে কারিগরি বিষয়ক অবৈতনিক পরামর্শ এবং সরকারী ব্যয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন খামার পরিচালকের দ্বারা পরিচালনার সুবিধা পাইবেন।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা মির্জ্জাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যগণকে জানান যাইতেছে, বর্ত্তমান মাসের ১১.৯.৫৮ তারিখ হইতে অত্র সমিতির বিগত বৎসরের (১৯৫৭-৫৮) (অর্থাৎ ১লা জুলাই ১৯৫৭ হইতে ৩০শে জুন ১৯৫৮ পর্য্যন্ত) চূড়ান্ত হিসাব পরীক্ষা চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা হইতেছে। সমগ্র সভ্য মণ্ডলীকে ও যাহারা এই সমিতির উত্তমর্ণ বা অধমর্ণ তাহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহাদের কাহারও কোন হিসাবাদি সংক্রান্ত অভিযোগ বা বলিবার থাকিলে ২০.৯.৫৮ তারিখের মধ্যে অত্র সমিতিতে লিখিত-ভাবে অথবা মৌখিক জানাইতে পারেন। প্রকাশ থাকে যে উক্ত তারিখ মধ্যে যথাযোগ্য অভিযোগাদি না পাইলে সমিতির হিসাবাদি চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ইতি—

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বাঘিড়া,
সেক্রেটারী
মির্জ্জাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

জমি বিক্রয়

থানা সুতীর অন্তর্গত রাতুরী মৌজায় (ডাঁই গ্রামে) আনুমানিক ২৫৷৷০ সাড়ে পঁচিশ বিঘা উৎকৃষ্ট ধানী জমি বিক্রয় হইবে। গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। ১৩৬৫, ১৩ই ভাদ্র

শ্রীজগন্নাথ ত্রিবেদী, জেমো নূতনবাটী
পোঃ কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ।

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত নিলামের দিন ১৭ই নভেম্বর ১৯৫৮

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৩৬৭ খাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দেং শৈলবালা রায় দাবি ২১ টাকা ৮৪ নঃ পঃ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৮ শতকের কাত ৮৴০ আঃ ২৫৲ খং ১৫৯

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন"   টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-18

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত